গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
আগারগাঁও শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭।
www.lged.gov.bd

বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

বিষয়: **স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ১.৩ অনুযায়ী সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে ৩য় ত্রৈমাসিকে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী:**

সভাপতি : জনাব সেখ মোহাম্মদ মহসিন
প্রধান প্রকৌশলী
এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।

সভার স্থান : জুম প্লাটফর্ম।
সভার তারিখ : ৩১-০৩-২০২২খ্রি.।
সভার সময় : বিকাল ০৪.০০টা।

সভার আলোচনা:

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের "স্বপ্নের সোনার বাংলা" গড়ার প্রত্যয়ে ব্যক্তি ও জাতীয় পর্যায়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিপালন একটি অপরিহার্য কৌশল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি মাঠ পর্যায়ের প্রতিটি কাজ সুষ্ঠ ও সুন্দর বাস্তবায়নের ওপর জোর দেন। প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় সভায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলেন আমি জানি আপনারা মাঠপর্যায়ে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। তিনি বলেন একজন প্রকৌশলীকে Good Manager হতে হবে। প্রকৌশলীদের মতামত আদান প্রদান করতে হবে। স্কীম অনুমোদন দেওয়ার সাথে সাথে দরপত্র আহ্বান করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তিনি, নির্বাহী প্রকৌশলী ও উপজেলা প্রকৌশলীদেরকে জেলা, উপজেলার অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ সকল জনপ্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে বলেন। এরপর তিনি সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জনাব হাবিবুল আজিজ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (মানব সম্পদ উন্নয়ন, মাননিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ) কে অনুরোধ জানান।

সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব হাবিবুল আজিজ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (মানব সম্পদ উন্নয়ন, মাননিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ ও জেন্ডার) ও সদস্য-সচিব বলেন জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ১.৩ কার্যক্রম অনুযায়ী সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে সভাটি জুম প্লাটফর্মে আয়োজন করা হয়েছে। তিনি জানান আজকের সভা চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অংশীজনের নিয়ে আয়োজন করা হয়েছে। সভায় সংশ্লিষ্ট বিভাগের এলজিইডি'র সকল কর্মকর্তা, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা শিক্ষা অফিসারসহ, ঠিকাদার প্রতিনিধি ও সাংবাদিক প্রতিনিধিরা সংযুক্ত হয়েছেন।

সভাপতি বলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত শুদ্ধাচার কৌশলের পরিপ্রেক্ষিতে এলজিইডি'র মাঠ পর্যায়ের সমস্ত সুবিধাভোগীদের অভিমত গ্রহণ করার জন্য অত্র সভা আহবান করা হয়েছে। পরবর্তীতে তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব তোফাজ্জল আহমেদ'কে বক্তব্য পেশ করার জন্য অনুরোধ জানান।

জনাব তোফাজ্জল আহমেদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম অঞ্চল, প্রথমেই প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়'কে , চট্টগ্রাম অঞ্চলের পক্ষ থেকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানান। তিনি জানান আজকের সভায় চট্টগ্রাম বিভাগের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলীসহ সম্মানিত উপজেলা চেয়ারম্যান, ঠিকাদার ও সাংবাদিক প্রতিনিধিরা সংযুক্ত আছেন। পরবর্তীতে তিনি চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব এহসানুল হক হায়দার বাবুল'কে বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান।

জনাব এহসানুল হক হায়দার বাবুল সভায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে রাউজান উপজেলার উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন করার জন্য এলজিইডি'কে ধন্যবাদ জানান। তিনি উল্লেখ করেন, একটা সময় ছিল যখন একটু বৃষ্টি হলেই মানুষ ঘর থেকে বের হয়ে রাস্তা ঘাটে চলাফেরা করতে পারতো না। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে রাস্তা ঘাট উন্নয়নের ফলে সে সমস্যা থেকে উত্তরণে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে ।

জনাব সরোয়ার, বীর মুক্তিযোদ্ধা, চট্টগ্রাম, সভায় কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য প্রধান প্রকৌশলী কে ধন্যবাদ জানান। তিনি প্রতি ৩ মাস পরপর শুদ্ধাচার কৌশল এর অংশ হিসাবে অংশীজনের (Stakeholders) নিয়ে সভা অনুষ্ঠানের জন্য এলজিইডি'কে ধন্যবাদ জানান। তিনি এই ধরনের সভা আয়োজনের ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং সভায় গৃহীত অভিযোগ/সমস্যা সমাধান এবং সমস্যা সমাধানের বিষয়টি পরবর্তী সভায় ফলোআপের জন্য অনুরোধ জানান। তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলে পর্যাপ্ত জনবল, পরিবহন সরবরাহসহ টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি উল্লেখ করে সমগ্র দেশের গ্রাম্য জনপদ ছোট বড় কাজের মাধ্যমে এলজিইডি'র সেবা গ্রহণ করছে।

জনাব নূরুল আবছার, সাবেক মেয়র ও বীর মুক্তিযোদ্ধা, কক্সবাজার, আজকের সভায় কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়টি অনেক তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডি অবিস্মরনীয় অবদান রেখেছে। তিনি গ্রামীণ মনস্তত্তকে অনুধাবন করে টেকসই উন্নয়নের জন্য অনুরোধ জানান।

জনাব আসাদুজ্জামান টিটু, ঠিকাদার, চট্টগ্রাম, সবাইকে সালাম জানিয়ে বলেন, এলজিইডি'র লোকবলের জন্য সমস্যা ছিল সম্প্রতি সময়ে উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদায়নের ফলে কিছুটা সমাধান হয়েছে। তিনি আরো বলেন আগে ফান্ড সমস্যা থাকলেও বর্তমানে কোন সমস্যা নেই, এই ধারা অব্যাহত থাকলে উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নে কোন সমস্যা হবে না। তিনি নির্মাণ সামগ্রীর দাম বেড়ে যাওয়ায় রেট সিডিউল পরিবর্তন কিংবা অন্য কোনভাবে সমাধানের জন্য অনুরোধ জানান এবং ইনকাম ট্যাক্স ৫% এর পরিবর্তে বর্তমানে ৭% কাটা হচ্ছে মর্মে জানিয়ে সমাধানের জন্য আবেদন জানান।

জনাব আকবর হোসেন সোহাগ , দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন ও নিউজ ২৪ এর নোয়াখালী প্রতিনিধি জানান, ঠিকাদারগণ যথাসময়ে কাজ সম্পন্ন না করা ও নিম্নমানের কাজের ফলে জনগণের ভোগান্তি হয়। তিনি কাজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ তদারকি/মনিটরিংয়ের জন্য অনুরোধ জানান এবং নিম্নমানের কাজের সাথে জড়িত ঠিকাদার ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।

জনাব মোশারফ হোসেন, চেয়ারম্যান, ফেনী ইউনিয়ন পরিষদ, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন এলজিইডি'র হাত ধরে বাংলার গ্রাম পর্যায়ের ব্যাপক পরিবর্তন ও উন্নয়ন হয়েছে। তিনি উল্লখে করেন, ইউনিয়ন পর্যায়ে অনেক নতুন রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে সেগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণ কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং ফান্ড নিশ্চিতকরণের জন্য অনুরোধ করেন।

জনাব আবুল কাশেম, বীর মুক্তিযোদ্ধা, লক্ষ্মীপুর, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন সদর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনে পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের ওঠার জন্য Ramp এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে কিন্তু ভবনের তিন তালায় অফিস থাকার কারণে পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের ৩

তলায় উঠার কোন ব্যবস্থা নেই। তিনি ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে সবাইকে এই সমস্যাটি অনুধাবন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।

প্রধান প্রকৌশলী, মহোদয় বীর মুক্তিযোদ্ধাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন আপনার কথা বুঝতে পেরেছি, পরবর্তীতে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

জনাব জসিম উদ্দিন, সংবাদিক, দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা ও বাংলাদেশ বেতারের রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি জানান, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দূর্গম অঞ্চলে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের জন্য এলজিইডি কে ধন্যবাদ জানান। তিনি উল্লেখ করেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ১০টি উপজেলার মধ্যে ৬টি উপজেলায় যোগাযোগ ব্যবস্থা নদীপথ, শুস্ক মৌসুমে নদী শুকিয়ে যাওয়ায় নির্মাণ সামগ্রী পরিবহনে সমস্যা হয় বিধায় এ খাতে অতিরিক্ত বরাদ্দ রাখার জন্য অনুরোধ জানান। তাছাড়া এ অঞ্চলে জনবল সংকট রয়েছে যা সমাধানের জন্য অনুরোধ জানান।

প্রধান প্রকৌশলী এ প্রেক্ষিতে জানান যে, এলজিইডি হতে রেট সিডিউল সংশোধনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে ইতোমধ্যে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদায়ন করা হয়েছে ও অন্যান্য জনবল পদায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

অতঃপর তিনি কুমিল্লা অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী'কে উক্ত অঞ্চলের অংশীজনদের বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান।

কুমিল্লা অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী'র পক্ষে নির্বাহী প্রকৌশলী, কুমিল্লা জানান, আজকের সভায় কুমিল্লা অঞ্চলের এলজিইডি'র সকল কর্মকর্তা, সম্মানিত উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ ঠিকাদার ও সাংবাদিক প্রতিনিধিরা সংযুক্ত আছেন।

জনাব আবুল হোসেন ছোটন, ঠিকাদার কুমিল্লা জানান, নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বেড়ে যাওয়ায় উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নে বিঘ্নের সৃষ্টি হচ্ছে। ফান্ড স্বল্পতার কারণে ঠিকাদারগণ কষ্টে আছেন উল্লেখ করে এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।

প্রধান প্রকৌশলী ফান্ড স্বল্পতার বিষয়টি স্বীকার করে ডিপিপি অতিরিক্ত স্কিম গ্রহণের কারণে এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে মর্মে জানিয়ে নিম্নদরে দরপত্র দাখিলে নিরুৎসাহিত করেন এবং কাজের গুনগত মান রক্ষার বিষয়ে এলজিইডি'র জিরো টলারেন্সের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়ে সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

জনাব রাবেয়া আক্তার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, মেঘনা, কুমিল্লা সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন আসন্ন বর্ষা মৌসুমে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে বরাদ্দ অপ্রতুল রয়েছে। তিনি সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বরাদ্দ প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। তিনি কিছু রাস্তার খুব বেহাল দশা উল্লেখ করে দ্রুত সময়ের মধ্যে রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের অনুরোধ জানান।

তৎপ্রেক্ষিতে প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় গুরুত্বপূর্ণ সড়ক অগ্রাধিকার দিয়ে এস্টিমেট তৈরী করে নির্বাহী প্রকৌশলীর মাধ্যমে প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানান। তিনি মহোদয় সম্পদের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়ে গাইড লাইন অনুসরণ করে এস্টিমেট তৈরীর কথা উল্লেখ করেন। তিনি জানান এলজিইডি'র সড়ক উন্নয়নে ১০ হাজার কোটি টাকার প্রয়োজন হলেও মাত্র ৩ হাজার কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে জানিয়ে সে অনুযায়ী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এস্টিমেট তৈরীর কথা বলেন।

জনাব মোঃ সাইদুল ইসলাম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, লালমাই, কুমিল্লা জানান, কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ কাজ স্বল্প গতির হওয়ার দ্রুত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ জানান।

প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় এ প্রেক্ষিতে সকল উপজেলা প্রকৌশলী'কে সম্মিলিতভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্নকরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

এ পর্যায়ে প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় সিলেট অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীকে বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান।

সিলেট অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ আলী হোসেন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, সকল পর্যায়ের অংশীজন (Stakeholders) আজকের সভায় সংযুক্ত আছেন। অতঃপর তিনি অংশীজনদের মধ্যে হতে তাদের বক্তব্য প্রদানের অনুরোধ জানান।

জনাব ফারুক আহমেদ , দৈনিক ভোরের কাগজ, সিলেট প্রতিনিধি চমৎকার আয়োজনের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন সিলেট যেহেতু পর্যটন এলাকা এবং উক্ত এলাকার অধিকাংশ রাস্তা এলজিইডি'র আওতাধীন। তিনি পর্যটন এলাকা বিছানাকান্দি যাওয়ার রাস্তায় গোয়াইরঘাটে ব্রীজের নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন ব্রীজের পাশাপাশি যদি রাস্তাটি উন্নয়নের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় তাহলে পর্যটকগণ নিরাপদে চলাচলা করতে পারবেন। তিনি আরও জানান, বিভিন্ন সময়ে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলেও প্রকল্প সমাপ্ত হয়ে যাওয়ায় বিল পেতে সমস্যা হয়।

প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় রাস্তার বিষয়টি দেখার জন্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব আলী হোসেন'কে নির্দেশনা প্রদান করেন। একই সাথে তিনি টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের বকেয়া বিলের বিষয়টি দেখার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, সিলেট কে নির্দেশনা প্রদান করেন।

জনাব নাজমুল আলম রুমেন, সভাপতি, সিলেট মহানগর শ্রমিক লীগ, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, সিলেট-৪ (জৈন্তাপুর, কোম্পানীগঞ্জ ও গোয়াইনঘাট) আসনে মেঘালয়ের চেরাপুন্জি হতে পাহাড়ী ঢলে রাস্তাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি বর্তমানে উক্ত রাস্তাগুলো কার্পেটিং এর পরিবর্তে আরসিসি করার জন্য ধন্যবাদ জানান।

জনাব শামস্ শামীম, দৈনিক কালের কণ্ঠ ও একাত্তর টিভির জেলা প্রতিনিধি ও সুনামগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি, সুনামগঞ্জ জেলায় উড়াল সড়ক নির্মাণ ও দেবুকাটা সেতু নির্মাণের জন্য ধন্যবাদ জানান।

জনাব নূরুল ইসলাম, ঠিকাদার, সুনামগঞ্জ তিনি সুনামগঞ্জ জেলায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নের জন্য এলজিইডি কে ধন্যবাদ জানান।

হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলা নির্বাহী অফিসার সংযুক্ত হয়ে জানান, তিনি সম্মিলিতভাবে কাজ করছেন এবং লক্ষীবনে একটি রেস্ট হাউজ নির্মাণ করা হচ্ছে। বানিয়াচংয়ে উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে কোন অভিযোগ নেই।

প্রধান প্রকৌশলী তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সম্মিলিতভাবে কাজ করে সোনার বাংলাদেশ গড়ার আশা প্রকাশ করেন।

জনাব সালেহ এলাহি কুট্টি, মৌলভীবাজার প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের জেলা প্রতিনিধি জানান যে মৌলভীবাজার জেলায় ৯২টি চা বাগান আছে এবং ২৬টি নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির বসবাস। তিনি জানান অনেকগুলো চা বাগানের মধ্যে দিয়ে এলজিইডি'র রাস্তা আছে যা সাধারণ জনগণ ও নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠিকে ব্যবহার করতে দেওয়া হচ্ছেনা। তিনি বলেন, চা বাগান কর্তৃপক্ষ রাস্তাগুলো তদের আওতায় নিয়ে কাউকে ব্যবহার করতে দিচ্ছে না।

প্রধান প্রকৌশলী, মৌলভীবাজার নির্বাহী প্রকৌশলী'কে চা বাগানে সাধারণ জনগণের চলাচল নির্বিঘ্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

জনাব গোপাল কৃষ্ণ দেবনাথ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সিলেট জানান সভায় আলোচিত বিষয়গুলো নিয়ে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে যাবেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে বিষয়গুলো শেয়ার করবেন মর্মে উল্লেখ করেন।

প্রধান প্রকৌশলী সভায় সংযুক্ত অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা প্রকৌশলীসহ সম্মানিত ঠিকাদার, সাংবাদিক সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন সরকারের ভিশন ২০৪১ অর্জনে সকলের সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে এবং সকল অংশীজনের অভিযোগ, সমস্যা সরাসরি শুনে সমাধানের চেষ্টা করতে হবে।

অতঃপর প্রধান প্রকৌশলী ও সভাপতি, নৈতিকতা কমিটি, উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২২.০৪.২০২১

(সেখ মোহাম্মদ মহসিন)
প্রধান প্রকৌশলী
ও
সভাপতি, নৈতিকতা কমিটি
ফোনঃ ৫৮১৫২৮০২
ই-মেইলঃ ce@lged.gov.bd

বিতরণ কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সকল) ....বিভাগ, জেলা: ....।

২) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল)....................................অঞ্চল, জেলা: ....।

৩) নির্বাহী প্রকৌশলী এলজিইডি, জেলা: ....।

অনুলিপিঃ জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (মানব সম্পদ উন্নয়ন, মাননিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ), এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।

২) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন এবং শৃঙ্খলা ও তদন্ত), এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।

৩) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মনিটরিং ও মূল্যায়ন), এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।

৪) প্রকল্প পরিচালক, (আরইআরএমপি-৩), এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।

৫) নির্বাহী প্রকৌশলী (শৃঙ্খলা ও তদন্ত), এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।